২২-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমাদেরকে মাস্টার ভালোবাসার সাগর হতে হবে, কখনও কাউকে দুঃখ দিও না। পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সাথে থাকতে হবে।"

প্রশ্ন:- জ্ঞানে চলতে চলতে কোন্ বাচ্চাদের গলা মায়া একদম টিপে ধরে?

উত্তর:- যে বাচ্চা কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় প্রকাশ করে, কাম অথবা ক্রোধের বশীভূত হয়, মায়া তার গলা টিপে ধরে। তারপর তার ওপর এমন গ্রহের দশা বসে যায় যে সে পড়া-ই ছেড়ে দেয়। বুঝতেই পারে না যে এতদিন ধরে যা কিছু পড়তাম আর পড়াতাম সেই সব কিভাবে ভুলে গেলাম। তার বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়।

গীত:- তুমি হলে ভালোবাসার সাগর...

ওম্ শান্তি। এটা হল বাবার মহিমা। বাচ্চারা জানে যে ভক্তরা তো কিছু না বুঝেই গায়ন করে। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে বাবা কতটা ভালোবাসার সাগর। তিনি সমস্ত পতিতদেরকে পবিত্র বানান। সকল বাচ্চাদেরকে সুখধামের উত্তরাধিকার দেন। তোমরা বুঝতে পারছ যে আমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছি। অর্ধেক কল্প ধরে যখন মায়ার রাজত্ব চলে তখন এই প্রিয় বাবা থাকেন না। বেহদের বাবা-ই হলেন ভালোবাসার সাগর। তিনি কিভাবে ভালোবাসার সাগর, শান্তির সাগর এবং সুখের সাগর তা তোমরা বাচ্চারাই জানো। তোমরা বাচ্চারা এখন বাস্তবে সবকিছু প্রাপ্ত করছ। ভক্তিমার্গের মানুষের প্রাপ্তি হয় না, ওরা তো কেবল গায়ন করে আর স্মরণ করে। এই সময়ে সেই স্মরণ সম্পূর্ণ হয়। বাচ্চারা সম্মুখেই বসে আছে। বোঝে যে এইসব হল বেহদের বাবারই গায়ন। নিশ্চয়ই বাবা অতীতে এসে এত ভালোবাসা দিয়েছিলেন। সত্যযুগেও একে অন্যকে খুব ভালোবাসবে। পশুদের মধ্যেও অনেক ভালোবাসা থাকবে। এখানে তো ঐরকম হয় না। ওখানে এমন কোনো জন্তু জানোয়ার থাকবে না যারা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকবে না। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেও এটা শেখানো হয় যে এখানে যদি মাস্টার ভালোবাসার সাগর হও তাহলে তোমাদের সেই সংস্কার অবিনাশী হয়ে যাবে। এখানে তো সকলে একে অন্যের শত্রু। কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে হুবুহু আগের কল্পের মত অতি প্রিয় বানাচ্ছি। যদি কখনও কারোর আওয়াজ শোনা যায় এবং বোঝা যায় যে সে ক্রোধ করেছে তখন বাবা তাকে শিক্ষা দেন যে ক্রোধ করা ঠিক নয়, এতে তুমি নিজেও দুঃখ পাবে এবং অন্যকেও দুঃখী করবে। লৌকিক বাবাও বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন, তবে ওই বাবা সীমিত সুখ দিয়ে থাকেন। এই বাবা তো অসীম এবং সদাকালের জন্য সুখ দেন। তাই তোমাদের একে অন্যকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। অর্ধেক কল্প ধরে অনেক দুঃখ দিয়েছ। রাবণ একদম খারাপ করে দিয়েছে। যে যার ওপর আক্রমণ করে, তার কাছ থেকে সমস্ত কিছু লুট করে নেয়। তোমরা এখন আলো (জ্ঞান) পাচ্ছ। নাটকের এই চক্র ঘুরতেই থাকে। যদি তুমি জ্ঞানের বিস্তার বুঝতে না পার তাহলে কেবল দুটো শব্দ স্মরণে রাখ। অসীমের বাবার কাছ থেকে আমরা অসীম উত্তরাধিকার পাই। যে যত বাবাকে স্মরণ করে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকবে অর্থাৎ বিকারের ওপর বিজয়ী হবে, সে তত উত্তরাধিকার পাবে। অনেক ধরণের বিকার রয়েছে। শ্রীমৎ অনুসারে না চলা - এটাও এক ধরণের বিকার। শ্রীমৎ অনুসারে চললে তোমরা নির্বিকারী হয়ে যাও। কেবল আমাকেই স্মরণ করতে হবে, আর কাউকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। এই

শরীরের দ্বারা বাবা বলছেন – বাচ্চারা, আমি এখন সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। প্রত্যেক ধর্মেই বিভিন্ন প্রকারের ক্রম আছে। পোপের কত সম্মান। বর্তমানে তো সকলেই অন্ধশ্রদ্ধাতে ডুবে আছে। কেবল বাবাকে ছাড়া তোমরা আর কাউকে মান দিতে পার না। সবকিছুই তো নকল। এইসময় সবাই পূনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছে। অন্তিমে সকল মানুষকেই সম্পূর্ণ পতিত হতে হবে। মুখে পতিত-পাবন বলে কিন্তু এর অর্থ ঠিকঠাক জানে না। এই দুনিয়াটাই তো পতিতদের দুনিয়া, তাদেরকে আবার কি মান দেবে। যেমন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পোপ হয়, অর্থাৎ ক্রমশ অধঃপতন হতে থাকে। তাদেরকে যেরকম নম্বর অনুসারে দেখানো হয় সেই অনুসারেই তারা পদ পায়। তোমরা এখন সৃষ্টিচক্রকে ভালোভাবে জেনে গেছ। এখানে তোমার বেহদের বাবার কাছেই আসো যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। সাকারকে বাদ দিয়ে তো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না।

বাবা বলছেন, দেহধারীকে স্মরণ কোরো না। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন বাবা, কেবল সেই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। "একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর" – এটা বাচ্চাদের প্রতি কত বড় আদেশ। দেহধারীকে স্মরণ করলে তার স্মৃতিতে পুনরায় জন্ম নিতে হবে, তখন তোমাদের স্মরণের যাত্রাও বন্ধ হয়ে যাবে। বিকর্মের বিনাশও হবে না, অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ব্যবসাতে লাভও হয় আবার ক্ষতিও হয়। নিরাকার বাবাকে জাদুগর এবং সওদাগর (ব্যবসায়ী) বলা হয়। তোমরা জানো যে দিব্যদৃষ্টির চাবি বাবার হাতেই আছে। যদি কোনোকিছু দেখতে পাও, হয়তো কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারও করলে কিন্তু তাতে লাভ কি হবে? কোনো লাভ নেই। এখানে তো সৃষ্টিচক্রকে জানতে হয়। যত বাবাকে স্মরণ করবে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে তত উঁচু পদ পাবে। এখন তোমরা আমার সন্তান হয়েছ। তোমাদের কি মনে আছে যে আমি তোমাদের সাথেই ছিলাম, আমরা পরমধামে ছিলাম। ওখানে কথা বলার কোনও ব্যাপারই ছিল না। এই নাটক আপনা আপনি আবর্তিত হচ্ছে। যেমন এক ধরণের মাছের খেলনা আছে যাতে তারের ওপর একটা মাছ এক একাই ঘুরতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। সেইরকম যত আত্মা আছে সকলেই এই নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ। আবর্তিত হতেই থাকে। এখন উঠতে হবে তারপর আবার নিচে নামতে থাকবে। তোমরা জানো যে এখন আমাদের উত্তরণ কলা। জ্ঞানের সাগর বাবা এসেছেন – উত্তরণ কলা এবং অবরোহন কলার অর্থ এখন তোমরা জেনেছ। এটা কতই না সহজ। অবরোহন কলাতে অনেক সময় লাগে। তারপর উত্তরণ কলা হয়। তোমরা জানো যে বাবা এসে সবকিছু পরিবর্তন করে দেন। প্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম থাকে তারপর অন্যান্য ধর্মগুলো আসতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে এখন আমাদের উত্তরণ কলা। অবরোহন কলা পূর্ণ হয়েছে। তমোপ্রধান দুনিয়াতে অনেক দুঃখ। এইসব ঝড় তো কিছুই নয়, এমন ঝড় আসবে যে বড় বড় অট্টালিকাও উল্টে যাবে। প্রচন্ড দুঃখের সময় আসছে। এটা হল বিনাশের সময়। সবাই হায়-হায়, ত্রাহি-ত্রাহি করবে। সবার মুখেই 'হায় রাম' শোনা যাবে। সকলে ভগবানকেই স্মরণ করবে। কাউকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়, তখন পাদ্রি বলে যে গড ফাদারকে স্মরণ কর। কিন্তু তাঁকে তো জানেই না। নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকেই তো ঠিকঠাক জানে না। আমি কে? কি ভূমিকা পালন করি? এইসব কিছুই তো জানে না। আত্মা খুব ছোট, বলা হয় যে আত্মা হল তারার মত। অনেকেরই আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। খুব সূক্ষ্ম জ্যোতি, বিন্দুর মত সাদা আলো। দিব্যদৃষ্টি ছাড়া কেউই আত্মাকে দেখতে পারবে না। দেখতে পেলেও কিছুই বুঝতে পারবে না। জ্ঞান না থাকলে কিছুই বোঝা যায়না। সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হয়। এটা তেমন আহামরি কিছু নয়। এখানে বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যায়। বাবা যথার্থভাবেই বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার কারোর বুদ্ধিতেই এটা

নেই যে আমাদের অর্থাৎ আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের রেকর্ড ভরা আছে। যে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়, বাবা তাকেই বোঝান। সে-ই ৮৪ জন্ম নেয়। এছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে এইসব কথা ধারণ হবে না। তোমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পার যে এই সৃষ্টিচক্র হল ৮৪ জন্মের। ব্রাহ্মণদের গায়ন সবার আগে, কারণ তারা হল মুখ বংশাবলী। এটা আর কেউই জানে না। ব্রহ্মাকুমার কুমারী তো সাধারণ কথা হয়ে গেল। কেউই বোঝে না এটা কি সংস্থা, এই সংস্থার নাম এইরকম কেন? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম বললে প্রশ্ন তো উঠবেই। তোমরা বল যে সকলেই শিববাবার সন্তান অর্থাৎ ভাই-ভাই। তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার জন্য আমরা পরস্পরের ভাই-বোন। এটা বুঝে গেলে আর কোনও প্রশ্নই উঠবে না। বুঝতে পারবে যে নতুন দুনিয়ার স্থাপন হয়। বরাবর ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণরাই পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছ। বর্তমানে যে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয় সেটা তো পুরাতন নিয়ম চলে আসছে। এখন তোমরা এর অর্থ বুঝতে পেরেছ। যা কিছু স্মরণচিহ্ন আছে, সেই সবকিছুর জ্ঞান তোমরা এখন লাভ করছ। সত্যযুগে তো রাম নবমী পালন করবে না, কোনো প্রশ্নই নেই। ওখানে তো জ্ঞানই থাকে না। এটাও বুঝতে পারবে না যে এখন আমাদের অবরোহন কলা চলছে। সুখের দুনিয়াতে জন্ম নিতে থাকবে। ওখানে যোগবলের দ্বারা জন্ম হয়। বিকারের কোনও নামই ওখানে থাকবে না কারণ রাবণের রাজ্যই নেই। ওটা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। আগে থেকেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। নাহলে কিভাবে বোঝা যাবে যে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। এখান থেকে প্রথমে তোমরা শান্তিধামে যাবে। বাচ্চারা বোঝে যে ওটাই হল আমাদের ঘর, ওই ঘরকেই শান্তিধাম বলা হয়। ওটা হল আমাদের এবং বাবার ঘর, যে বাবাকে সবাই স্মরণ করে। বাবার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। সুখের সময়ে তো বাবার কথা স্মরণেই থাকে না। ওটা তো সুখেরই দুনিয়া। বাণপ্রস্থ অবস্থাতে চলে যাওয়ার মত বাবাও ওই সময়ে তাঁর নিজধামে থাকেন। কিন্তু পরমপিতাকে কি বৃদ্ধ বলা যাবে? বৃদ্ধ কিংবা যুবক তো শরীরের ওপর নির্ভর করে। আত্মা তো একই থাকে। আত্মার মধ্যে মায়ার প্রলেপ পড়ে। তোমরা এখন সবকিছু জেনে গেছ, আগে এইসব জানতে না। বাবা এসে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান দিয়েছেন। তোমরা বাচ্চারা তাঁর সামনে বসে আছ। তাঁর অনেক মহিমা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সকলেরই নিজস্ব ভূমিকা আছে। বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তাহলে আমরাও অবশ্যই উঁচুর থেকে উঁচু উত্তরাধিকার পাব। এইসব অত্যন্ত বোঝার বিষয়। বাবা যেমন বোঝাচ্ছেন, সেইরকম বাচ্চাদেরকেও বোঝাতে হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের পথিক। বুদ্ধিতে যেন চক্র ঘুরতে থাকে। সেবা তো অবশ্যই করতে হবে। দিনে দিনে অনেক সহজ হতে থাকবে। তাই প্রজার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। সহজে প্রাপ্তি হলে নিশ্চয়ও সহজেই হয়ে যায়। নবাগতরা খুশিতে নৃত্য করতে থাকে, সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয়ে যায়। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে সকলেই ভূমিকা পালন করছে। সত্যিকারের উপার্জন আর মিথ্যা উপার্জনের মধ্যে তফাৎ তো থাকবেই। আসল রত্ন দূর থেকেই চকমক করে । বর্তমানে টাকা রাখার জন্য মানুষকে কত না সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভেবে পায় না কোথায় লুকিয়ে রাখবে। এমন একটা সময় আসবে যে টাকা পয়সা পড়েই থাকবে কিন্তু তা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। ক্রমানুসারে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলছে। যদি গ্রহের দশা বসে যায় তাহলে কোনও না কোনও সংশয় চলে আসে। পড়া ছেড়ে দেয়, কিছুই বুঝতে পারে না। আমি তো পড়তাম, পড়াতাম তাহলে এখন কি হয়ে গেল! বিন্দুমাত্রও সংশয় এসে গেলে গলা বন্ধ হয়ে যায়। বাবার ওপর সংশয় হলে কিংবা বিকারের বশীভূত হলে একদম নিচে পড়ে যায়। সবথেকে বড় শত্রু হল কাম এবং ক্রোধ। মোহও কম কিছু নয়। এমন নয় যে সন্ন্যাসীদের আগের জীবনের কথা মনে থাকে না। সবকিছুই মনে থাকে। জ্ঞানী আত্মারা

ইশারাতেই সব বুঝে যায়। কিভাবে ভোগ নিবেদন করা হয়, কে কে আসেন, কি কি হয়? প্রতি সেকেন্ডে নাটকের পুনরাবর্তন হচ্ছে। যেটা আগের কল্পে হয়েছিল সেটাই নাটকে আছে, তাই পুনরায় সেই ভূমিকাই পালন করবে। আসল কথা হল বাবার স্মৃতি, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। যত বাবার স্মরণে থাকবে তত বিকর্মের বিনাশ হবে। নাহলে বাবা ধর্মরাজের রূপে সাক্ষাৎকার করাবেন। এখনও এমন অনেকে আছে যারা জ্ঞানে চলতে চলতে অনেক ভুল করতে থাকে কিন্তু জানায় না। হয়তো অনেক নামকরা, কিন্তু বাবা জানেন যে তাদের পদ কত কম হয়ে যায়। গ্রহের দশা বসে যায়। উল্টোপাল্টা কাজ করে বাবার কাছে লুকিয়ে যায়। কিন্তু সত্যের সামনে কিছুই লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তোমাদের সকল কর্মই ওপরে নথিভুক্ত হয়ে যায়। বাবা তো অন্তর্যামী, তাই না? বোঝা উচিত যে আমরা লুকিয়ে বিকর্ম করলে অনেক শাস্তি খেতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণরা নিমিত্ত হয়েছি যজ্ঞ সামলানোর জন্য। তাই আমাদের মধ্যে কোনো খারাপ স্বভাব থাকা উচিত নয়। স্কুলে যদি শিক্ষকের নামে কোনো অভিযোগ আসে তাহলে বড় সভার মধ্যে অধ্যক্ষ তাকে বের করে দেন। তাই যথেষ্ট ভয় থাকা উচিত। তোমাদেরকে কেবল শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। তোমাদেরকে এখন বাবার কাছে যেতে হবে। তাই তাঁকে স্মরণ করতে হবে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। এছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করলে তোমাদের এই রুহানি যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) মায়ার দশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সত্য বাবার কাছে সর্বদা সৎ থাকতে হবে। কোনও ভুল করে তা লুকানো উচিত নয়। খারাপ কর্ম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে না চলাও এক ধরণের বিকার। তাই কখনও শ্রীমতের উলঙ্ঘন কোরো না। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে।

বরদান:- সুযোগ সুবিধা কিংবা যে কোনো প্রকারের পরিত্রাণের প্রভাবে না এসে প্রকৃতিকে দাসী বানিয়ে বিজয়ী হও।

যোগী পুরুষ কিংবা কোনও পুরুষোত্তম আত্মা কখনও প্রকৃতির প্রভাবে আসতে পারেন না। তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলে পুরুষোত্তম এবং যোগী আত্মা। প্রকৃতি হল তোমাদের দাসী, তাই প্রকৃতির কোনো সুযোগ সুবিধা যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে। সুযোগ সুবিধা যেন সাধনার আধার না হয়। সাধনা যদি সুযোগ সুবিধাকে আধার বানিয়ে দিলে, তবেই বলা যাবে প্রকৃতিজিৎ বিজয়ী আত্মা।

স্লোগান:- সে-ই সদাপ্রস্তুত যে প্রত্যেক মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে।